বরিশালে নারী শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য

নারী শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য নিরসনে সরকারী ও বেসরকারীভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও বরিশালের ক্ষেত্রে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ দেখা যায়নি । ফলে স্থানীয় বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পে নিয়োজিত অন্তত অর্ধলক্ষ নারী শ্রমিক তাদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শহরমুখী মানুষের ভিড় ক্রমাগত বাড়লেও গ্রামীন জনপদে কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা এখনো বেশি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের তুলনামুলক বিকাশ না ঘটায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অধিকাংশ নারী শ্রমিকের সংখ্যা অধিকতর বেশি। বিশেষ করে, বাঘাবাড়িতে গৃহস্থলীর কাজে নারীশ্রমিকরাই অগ্রগণ্য। তবে ইটভাটা, রাইস মিল, কাগজের ঠোঙ্গা, ব্যাগ ও বিড়ি ফ্যাক্টরিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সহযোগী হিসেবে নারীরা তাদের পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। আবার নারীরাও কাজে পাচ্ছে অগ্রগণ্য। যদিও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের প্রতি মুহূর্তে প্রতিকুল পরিবেশের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে এর প্রভাব বেশি। কারণ একজন নারীকে সমাজব্যবস্থার মাঝে মাঠে নামলে শুনতে হয় কটুক্তি। আবার পড়তে হয় মালিকপক্ষের লোলুপ দৃষ্টির মুখে। এত সব উপেক্ষা করে আজ নারীশ্রমিকরা আত্মকর্মস্থানের তাগিদে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হলেও যতটুকু তারা তাদের নায্য অধিকার বা শ্রমের মুল্যে পাচ্ছে না। এ সমস্যার কোনো সুরাহা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে পেশাজীবী নারীদের বেতনবৈষম্য হচ্ছে মুল অন্তরায়। নারীদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগে প্রদান দেয়া হলেও কুটিয়ালদের মধ্যে বেতনবৈষম্যটি বেশ প্রকট। সরেজমিনে দেখা গেছে, প্রতিটি রাইস মিলে, নারীশ্রমিকরা কাজ করে। ধানের মৌসুমে দিন-রাত সমপরিশ্রম বিনিয়োগ করে। এ ছাড়া ধান কাটা পরবর্তী অন্যান্য কাজও হচ্ছে নারীশ্রমিকদের দ্বারা। এতে ২ সের চাল অথবা ৩ বেলা ভাত হচ্ছে দিনের শ্রমের মজুরি। সামান্য এ মজুরিতে চলে না, তবু জীবন ও জীবিকার তাগিদে তাদের অন্য কোনো বিকল্প নেই।

অনুরূপ বরিশালের ইট ভাটাগুলোতে নারীশ্রমিকরাই এখন ইট প্রস্তুতে বেশি শ্রম বিনিয়োগ করছে কিন্তু এ সমশ্রম বিনিয়োগকারী পুরুষ শ্রমিকরা নারীদের তুলনায় বেশি পরিমাণ মজুরি আদায় করে নিচ্ছে। মালিকপক্ষও তা মেনে নেয়। এ অঞ্চলের বিড়ি ফ্যাক্টরিগুলোর প্রধান শ্রমিকই হচ্ছে নারী। বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিকদের ভাগ্য পরিবর্তনে এ সকল শ্রমিক সহায়ক ভুমিকা রাখলেও বিপরীত পরিস্থিতি চরম হতাশাজনক। দৃশ্যত এরা শ্রম-শোষণের শিকার। স্বল্প আয়ের পরিবার ও স্থানীয় বস্তিগুলোতে দেখা গেছে, খুপরি ঘরের মধ্যে নারীরা ব্যস্ত বিড়ি প্রস্তুতে। পারভীন নামের জনৈক এক নারী শ্রমিকের ভাষ্য মতে, এক হাজার বিড়ি বেঁধে মাত্র তিন টাকা মজুরি পাচ্ছে। এভাবে দিনে ছয় থেকে সাত হাজার বিড়ি প্রস্তুতে অন্য কোনো কাজের ফুসরত পায় না তারা।

শহর কিংবা হাটবাজারের আশপাশে চোখ রাখলে দেখা যায়, অনেক পরিবার কাগজের বা সিমেন্টের ব্যাগ কেটে ঠোঙ্গা বানিয়ে তাদের জীবন চালাচ্ছে। বরিশাল অঞ্চলে এ ধরনের কাজও এখন বেশি দৃষ্টি কাড়ে। কিন্তু বাস্তব চিত্রটি হলো গ্রামের তুলনায় আয় খুবই নগণ্য। দেখা গেছে, ১ কেজি ঠোঙ্গা প্রস্তুতে সময় নিচ্ছে ১ থেকে দেড় ঘণ্টা। কিন্তু কেজিপ্রতি মুল্য দিচ্ছে ১৭ টাকা। ফলে উপকরণের সাথে পণ্যের বিক্রির লভ্যাংশ মাত্র ১ থেকে ২ টাকা।

এভাবে নারীশ্রমিকরা মজুরি বৈষম্যের শিকার হলেও এর কোনো সুষ্ঠু নীতিমালা নেই। নেই কোনো প্রতিবাদ। মাঝেমধ্যে ঘটনার প্রেক্ষাপটে সুশীল সমাজের নারীর প্রাপ্য মজুরি অথবা অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানান আশার বাণী শোনালেও তা সময়ের আবর্তে আবার তা ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এ অঞ্চলের শ্রমিকদের স্বার্থ আদয়ে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনের অস্তিত্ব দেখা গেলেও বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, সেখানেও বৈষম্য। অর্থাৎ শ্রমিক নেতৃত্বে *থাকা ব্যক্তিরা নারীশ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে নাক গলাতে চায় না। মুলত তারা পুরুষ শ্রমিকদের স্বার্থ* আদায়ে নানা কারণেই উৎসাহ বোধ করে থাকে। ফলে নারীশ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্তনে কোনো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেই। যদিও আজ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারীরা বিশাল অংশে প্রতিষ্ঠিত এবং নেতৃত্বে রয়েছে। তারপরও আলোর নিচে অন্ধকারের মতো অধিকারবঞ্চিত নিপীড়িত নারীরা শ্রম-বৈষম্য, শোষণের শিকার হচ্ছে।

নারী শ্রমিকদের এই বেতন বা মজুরি বৈষম্য থেকে উত্তরণে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে বিভিন্ন মহল তাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সুারিশমালা উপস্থাপন করেছে:

১. বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার গ্রামীণ শ্রমজীবী নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
২. শ্রমজীবী নারীদের স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া যেতে পারে।
৩. শ্রম-বৈষম্যের শিকার নারীদের ও মালিকপক্ষকে শ্রম আইন সম্স্লর্কে সচেতন করার বহুমুখী পদক্ষেপ করা উচিত।
৪. বিভিন্ন নারীদের শ্রম আইন সম্স্লর্কে কর্মশালার মাধ্যমে সচেতন করে তোলা।
৫. নারী শ্রমিকদের কঠিন ও ঝুঁকিপুর্ণ শ্রম অর্থাৎ মাতৃকালীন শ্রমের আইন সম্স্লর্কে সচেতন করে তোলা।
৬. কুটিরশিল্পকে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সহজপ্রাপ্ত করে তোলা।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন : মেহেদী হাসান, এম. মিরাজ হোসাইন, হৃদয় ও শাকিব বিপ্লব